গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষ্টোর শাখা
www.brri.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০০০.০৩৫.০৯.০০১.১৯.১৫৪ তারিখ: ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
২৮ মে ২০২২

বিষয়: **কৃষি মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।**

সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- ১২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০০৯.২১.১৩৫, তারিখ- ১২ এপ্রিল ২০২২ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকল্পে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, অর্জিত সাফল্য, অন্তরায় চিহ্নিতকরণ এবং চিহ্নিত অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে গৃহীত ব্যবস্থা সম্বলিত একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: NIS বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত সাফল্যের প্রতিবেদন।

৩০-৫-২০২২
ড. মো: শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ফোন: ৪৯২৭২০০৫-৯, ৪৯২৭২০৪০
ফ্যাক্স: ৪৯২৭২০০০
ইমেইল: dg@brri.gov.bd

সচিব
সচিবের দপ্তর
কৃষি মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০০০.০৩৫.০৯.০০১.১৯.১৫৪/১(৩) তারিখ: ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
২৮ মে ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) অতিরিক্ত সচিব, বাজেট ও মনিটরিং অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়
২) সিনিয়র সহকারী সচিব, মনিটরিং ও রিপোর্ট শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়
৩) চিফ সাইন্টিফিক অফিসার, কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ ব্রি (ব্রি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।

# বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর

**বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ, অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ নিম্নে পেশ করা হলো।**

**১। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় অর্জিত সাফল্য:**

(ক) এই কার্যক্রমের আওতায় প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত নৈতিকতা কমিটি গঠনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(খ) অত্র প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান/প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার মাধ্যমে সরাসরি একে অন্যের সুবিধা অসুবিধাসমূহ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(গ) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদন বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শুদ্ধাচার চর্চা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় উন্নতি সাধিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, এই অর্থবছরে সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে ৪৫৯ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডের সর্বক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(ঘ) কর্মপরিবেশ উন্নয়নের আওতায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি, মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ এবং টিওএন্ডইভূক্ত মালামাল/অন্যান্য মালামাল নিলামের বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। উপর্যুক্ত কার্যক্রমগুলো সফলভাবে সম্পন্ন করার ফলে কর্মচারীগণের মানবিক ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

(ঙ) শুদ্ধাচার চর্চা/অনুশীলনের জন্য পুরস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় কর্মরত কর্মচারীগণের মধ্যে উত্তম কর্মী হওয়ার জন্য এক ধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুশাসনের পরিবেশ সৃষ্টিসহ কর্মচারীগণের মধ্যে যথাসময়ে কর্মসম্পাদন, সেবা প্রত্যাশীগণকে সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক (শাসক নয়, সেবক) মানসিকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

**২। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অর্জিত সাফল্য:**

(ক) অর্থবছরের শুরুতেই বাজেট ভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সকল মালামাল ক্রয় ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কাজে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে। ই-টেন্ডার পদ্ধতিতে মালামাল সংগ্রহ/ক্রয়ের কারণে আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া সরকারি অর্থ অপচয়ের পরিধি সংকুচিত হচ্ছে।

(খ) প্রকল্পসমূহের PSC ও PIC সভা যথাযথভাবে যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সময়ের কাজ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার তাগিদ সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হওয়ার পাশাপাশি প্রকল্পের লক্ষ্য পূরণে অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে।

**৩। শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কর্মসূচি বাস্তবায়নে অর্জিত সাফল্য:**

(ক) প্রতি প্রান্তিকে প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে কর্মরতগণের বিভিন্ন ধরনের সমস্যাবলী/অসুবিধা সরাসরি কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; যার ফলে কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক নির্দেশে দায়িত্ব প্রাপ্তগণ দ্রুত সমস্যার সমাধান ও জবাবদিহিতার আওতায় আসায় কাজকর্মে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(খ) প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ/শাখা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে মহাপরিচালক/পরিচালক মহোদয়গণের আকস্মিক পরিদর্শন কার্যক্রমের ফলে দায়িত্বশীলগণের মধ্যে সচেতনতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কাজকর্মের গতিশলীতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের সমস্যাগুলি বাস্তব সম্মতভাবে দ্রুত সমাধান হচ্ছে।

(গ) প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় কার্যসম্পাদন ও ক্রয়কৃত মালামাল যথাযথভাবে ব্যবহার এবং অন্যান্য কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে কি না তা প্রকল্পের ইনভেন্টরি কার্যক্রমের ফলে নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রকল্প গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য পুরণ হচ্ছে।

(ঘ) দুর্নীতি বিরোধী আইন ও বিধিমালার বিষয়ে কর্মরতগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সভা আয়োজন করে দুর্নীতি প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ ফলপ্রসু করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

(ঙ) ব্রিতে বাসা বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি বাসা বরাদ্দ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বাসা বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বাসা বরাদ্দে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গত ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার মধ্যে ব্রি ৪র্থ স্থান অর্জন করেছে।**

**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক কার্যক্রম:**

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক অত্র সংস্থার শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক কমিটির সভায় আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ব্রি নৈতিকতা কমিটির সভায় অনুমোদন নিয়ে উক্ত কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা কমিটি সভায় আলোচনা ও নির্দেশনা মোতাবেক সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ব্রি নৈতিকতা কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক অনুচ্ছেদওয়ারী কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অর্থবছরের শুরুতেই নির্দিষ্ট কর্মকর্তাগণকে দায়িত্ব দিয়ে শুদ্ধাচার বিষয়ক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে না।

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রাথমিকভাবে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে যেসব অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল সেসব অন্তরায় ও অন্তরায়সমূহ দূরীকরণার্থে নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হয়েছে।

**অন্তরায় এবং অন্তরায়সমূহ দূরীকরণার্থে গৃহীত কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ:**

| শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রধান প্রধান অন্তরায়সমূহ | অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে গৃহীত কার্যক্রম |
|---|---|
| ১। প্রতিষ্ঠানে কর্মরতগণ শুদ্ধাচার চর্চা ও অনুশীলনে অভ্যস্ত না হওয়া | শুদ্ধাচার চর্চা/অনুশীলনের ক্ষেত্রে দৈন্যতা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজন ও উদ্বুদ্ধকরণ সভার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। |
| ২। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মরতগণের স্বচ্ছ ধারণা না থাকা | শুদ্ধাচার ও সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। |
| ৩। ব্রির মতো গবেষণা প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী রিপোর্টিং ও মনিটরিং ডেক্স না থাকায় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও এপিএ বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা বদলি, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের কারণে অনুপস্থিত থাকলে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের গতি শ্লথ হয়। | যথাসময়ে উপযুক্ত কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন গতিশীল রাখার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। |
| ৪। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শেষে যথাযথ প্রমাণক সরবরাহ না করার কারণে মূল্যায়নে সমস্যা সৃষ্টি হওয়া। | দায়িত্ব পালনরত কর্মকর্তাগণের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রিপোর্টিং এর ব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রমাণকসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয় না; ফলে প্রমাণকের অপ্রতুলতাহেতু মূল্যায়ন সঠিকভাবে হয় না। বিভিন্ন সভা আয়োজন/কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে উক্ত দুর্বলতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। |

26/05/2022
শিমুল বড়ুয়া
সহকারী পরিচালক (ষ্টোর) অতিরিক্ত দায়িত্ব
ও
ফোকাল পয়েন্ট
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কমিটি, ব্রি

23/05/22
ড. মো: আবু বকর ছিদ্দিক
পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা)
ও
আহবায়ক
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কমিটি, ব্রি

ড. মো: শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ও
সভাপতি
নৈতিকতা কমিটি, ব্রি